সুপ্রভাত ফিল্মস লিঃ এর

রাঙা

রাখী

সুপ্রভাত ফিল্মস্ লিমিটেডের নিবেদন

ক্ষীরোদ প্রসাদের কাহিনী অবলম্বনে

(রামকৃষ্ণ মিশনের সৌজন্যে)

প্রযোজনা : কালিকিঙ্কর বিশ্বাস

আলোক চিত্র : জয়ন্তিভাই জানি
শব্দানুলেখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশ : অনিল পাল
সম্পাদনা : শ্যাম দাস, শিব ভট্টাচার্য্য

ব্যবস্থাপনা : { পূর্ণেন্দু চৌধুরী
কালীপদ সান্‌কী

স্থির চিত্র : ষ্টীল ফটো সার্ভিস
রূপসজ্জা : মনোতোষ রায়
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : প্রভাস ভট্টাচার্য্য

প্রধান কর্ম্মসচিব : { মিছরী ভূষণ চট্টোপাধ্যায়
অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

সংগঠন : { চন্দ্র কান্ত মণ্ডল
দীনেন্দ্র নাথ রায়

— সহকারীবৃন্দ —

পরিচালনায় : বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ; আলোকচিত্রে : শিশির ভট্টাচার্য্য, জগ্‌মোহন মেহ্‌রোত্রা। শব্দানুলেখনে : দুর্গা মিত্র, মৃণাল গুহঠাকুরতা ; সম্পাদনায় : রাম সাউ ; সুরসৃষ্টিতে : প্রভাস দে ; রূপসজ্জায় : পরেশ দাস ; ব্যবস্থাপনায় : প্রশান্ত দাস, রাধামাধব বাগ্ ; শিল্পনির্দ্দেশে : সুবোধলাল দাস ; তড়িৎ নিয়ন্ত্রণে : বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী, ফণী সরকার।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও লিমিটেডে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ও
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিমিটেডে পরিস্ফুটিত

— রূপায়নে —

সন্ধ্যারাণী : অসিতবরণ : শিপ্রা দেবী : বীরেন : কৃষ্ণচন্দ্র :

ছায়া দেবী : মনোরমা : কেতকী : সন্ধ্যাদেবী :

লীলাবতী : মনোরমা (ছোট) : ঊষাবতী : তুলসী চক্র :

ভানু বন্দ্যো : প্রীতি কুমার : আদিত্য : বেচু :

জীবনকৃষ্ণ : বলরাম : তারাপদ : জগবন্ধু প্রভৃতি ।

গীতিকার : **প্রণব রায়**

সুরসৃষ্টি : **কৃষ্ণ চন্দ্র দে**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

মধু বসু

পরিবেশক — রাণা এণ্ড দত্ত

৫৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

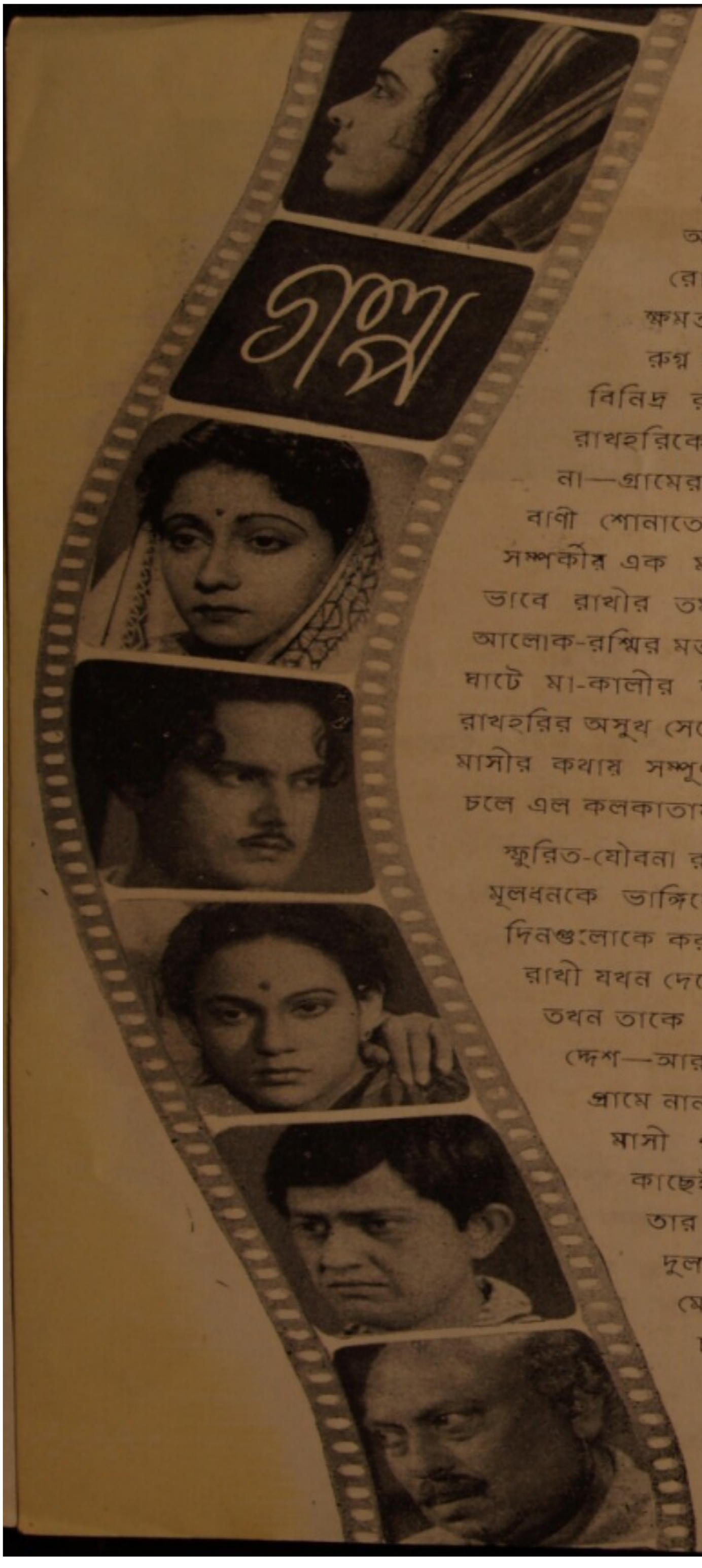

জীবনের বন্ধুর পথে চলতে গেলে তার পতন ও উত্থান অনিবার্য্য। এই অনিবার্য্যকে রোধ করতে পারে মানুষের সে ক্ষমতা নেই। রাখীও পারেনি। রুগ্ন স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেও কিছুতেই রাখহরিকে আরোগ্যের পথে আনা গেল না—গ্রামের কবিরাজও আশার কোন বাণী শোনাতে পারলে না। তখন গ্রাম-সম্পর্কীয় এক মাসী এসে একদিন অযাচিত-ভাবে রাখীর তমসাঘন হৃদয়-আকাশে ক্ষীণ আলোক-রশ্মির মত বললে, কলকাতার কালী-ঘাটে মা-কালীর কাছে মানত করতে—তবেই রাখহরির অসুখ সেরে যাবে। সরলা পল্লীবালা মাসীর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে মাসীর সঙ্গে চলে এল কলকাতায়।

স্ফুরিত-যৌবনা রাখী হল মাসীর মূলধন। এই মূলধনকে ভাঙ্গিয়ে মাসী তার জীবনের বাকী দিনগুলোকে করতে চাইল স্বচ্ছন্দ ও স্বচ্ছল। রাখী যখন দেশে ফিরে যেতে চাইল মাসী তখন তাকে বোঝাল যে রাখহরি নিরুদ্দেশ—আর তা ছাড়া রাখিকে কেন্দ্র করে গ্রামে নানা কুৎসা রটে গেছে। রাখীকে মাসী গান বাজনা শিখিয়ে তার কাছেই রেখে দিল। এমন সময় তার জীবনে এল এক ধনীর দুলাল। রাখীর জীবনের মোড় গেল ঘুরে—রাখী হল চারু।

এই ভাবে দিন কেটে যায়।

একদিন দুর্য্যোগের রাতে চারুর জীবনে আর এক নতুন অধ্যায় সুরু হল।

সেই দুর্য্যোগের রাতে তার বাড়ীতে এল এক নতুন অতিথি। অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে সে অতিথি আর কেউ নয় তার স্বামী রাখহরি। এত বছর পরে প্রথম দর্শনেই চারু তাকে চিনতে পারে—তাকে সাদরে বাড়ীর ভিতরে ডেকে নিয়ে যায়—কিন্তু নিজের পরিচয় দিতে সাহস করে না। এতদিনের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি তার মানসপটে আবার পরিষ্কার জেগে ওঠে—কিন্তু রাখহরি তাকে চিনেও চিনতে সাহস করে না— সমাজ, সংস্কার, সন্দেহ সব মিলে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

সমস্ত রাত রাখী তার মনের সঙ্গে যুদ্ধ করল। রাখী বুঝতে পারে যে রাখহরি কখনও তাকে তার স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারবে না। যার আশায় এতদিন সে অপেক্ষা করেছিল আজ তাকে কাছে পেয়েও আপনার করে পেলনা। সে ছুটে এল গঙ্গাধর গোস্বামীর কাছে। রাখীর সঙ্গীত সাধনার মূলে ছিল গোঁসাইজীর অক্লান্ত পরিশ্রম—তাকে নিজের মেয়ের মত যত্ন করে তিনি গান শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে দুর্য্যোগের রাতে গোঁসাইজীও তাকে করলেন বিমুখ। সেখানেও কোন আশ্রয় না পেয়ে তার জীবনে আসে ধিক্কার—সব থেকেও সে আজ রিক্ত। ঘরবাড়ী, ঐশ্বর্য্য, যশ সব ছেড়ে সে আজ বেরিয়ে পড়ে সেই দুর্য্যোগের রাতে। কোথায়? কোন অজানার সন্ধানে? যে অদৃষ্টের পরিহাসে সে আজ অপবাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়েছে—তার পরিণাম কি হল?

রাখহরির সঙ্গে রাখীর কি পুনরায় দেখা হয়েছিল—সে কি তাকে গ্রহণ করতে পেরেছিল?

* * * *

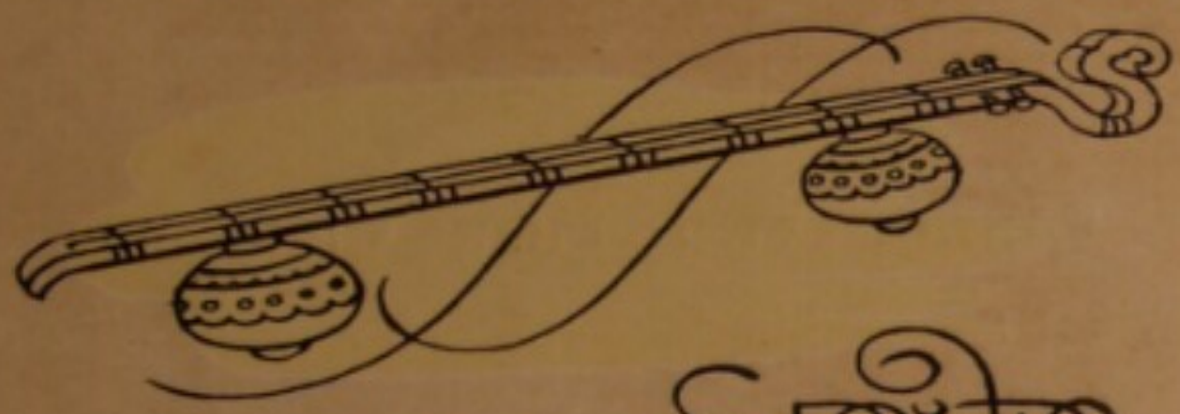

সঙ্গীত

(১)

এখনো যে মন মাঝে
আশার বাঁশরী বাজে
নয়নে জড়ায়ে আছে
সুখ স্মৃতি ঘোর।
মোহনিয়া মধুরাতি মোর
না মিটিতে মনোসাধ হয়ো নাক' ভোর
মোহনিয়া মধুরাতি মোর।
সুখতারা অনুরাগে চাঁদের বাসর জাগে
শ্যাম-গলে বাঁধা আছে রাধা-বাহু ডোর
মোহনিয়া মধুরাতি মোর॥

(২)

মোর দেহ ছাড়ি প্রাণ যেন গেল বহুদূর
যব মাধব গেল মধুপুর
মোর দেহ ছাড়ি প্রাণ যেন গেল বহুদূর—
সব শূণ্য দেখি—শ্যাম বিনে সব শূণ্য দেখি
হারায়ে প্রাণের প্রাণ শ্যাম চাঁদে
সখি গো সব শূণ্য দেখি—
প্রাণ যেন গেল বহুদূর॥
পিয়া বিনে শুখায়েছে সুখের সাগর
দুঃখ লয়ে আমি একা বাঁধিয়াছি ঘর
আমার দিন কাটে না—
শ্যাম বিনে আমার দিন কাটে না
(সই) সুখের দিন তো ফুরায়ে যায়
কেন আমার দুঃখের দিন কাটে না।

(৩)

ভেঙ্গে গেছে ভুল তবু ঝরা ফুল
সুরভি আকুল মনের বনে।
খেলা হ'ল শেষ তবু তারি রেশ
জড়ায় আবেশ আজো স্বপনে
অতীত দিনের ছিন্ন মালায়
স্মৃতির ভ্রমর আজো কাঁদে হায়
বিমনা হৃদয় কেন চেয়ে রয়
খেলা ভাঙ্গা খেলা ঘরের কোণে।
দীপ নিভে গেছে বাসর ঘরে
সুখ স্মৃতিটুকু তবু মনে পড়ে
প্রথম জীবনে যে প্রেম কাঁদায়
এ জনমে তারে ভোলা নাহি যায়
চোখের বাহিরে হারানু যাহারে
সে আসে ফিরে মন গহনে॥

আপন করে নাওহে আমায়, আপন করে নাও
আমায় তুমি নাও হে প্রভু আপন করে নাও।
হে গিরিধর—
তোমার পায়ে আমারে মিলাও
আপন করে নাও!
মোর জীবন-তরী কুল হারালো
কোথায় দিশা কোথায় আলো
আমার মনের অন্ধকারে প্রদীপ জেলে দাও,
আপন করে নাও।

আপনারে আজ অর্ঘ্যসম
দিলেম উজাড় করে
আমায় গ্রহণ করো হে নাথ,
গ্রহণ করো মোরে
দিয়ে আমায় শান্তি সুধা
শূণ্য প্রাণের মিটাও ক্ষুধা।
ওগো দুঃখহরণ, চাওগো আমার
মুখের পানে চাও
আপন করে নাও
আমায় তুমি নাও হে প্রভু,
আপন করে নাও।

(৫)

যদি বা আসে মোর প্রাণবল্লভ
যদি বা আসে
আমি সেই আশে প্রাণ রেখেছি গো
মোর প্রাণবল্লভ যদি বা আসে
রব বন্ধুর প্রতীক্ষায়।
সখি ব্রজে আর চাঁদ নাই,
সুখ নাই সাধ নাই
দিবারাতি সমান আঁধার
কেন পোড়া চোখে এতজল
গোকুলে কে বোঝে বল
কী যে ব্যথা অভাগী রাধার।
কে বোঝে গো—কি যে ব্যথা
কে বোঝে গো
যার ব্যথা শুধু সেই বোঝে হায়
আনজনে বল কে বোঝে গো
কী যে ব্যথা অভাগী রাধার।

সখি শ্যাম নাই
তবু শ্যামের বাঁশরী বাজে
মোর মনমন্দিরে
এক গোবিন্দ শত শত হয়ে রাজে।
আমি অন্তিম শেজ বিছাইনু
তবু বন্ধ হয়নি আঁখি
মোর পরাণ বঁধুয়া ফিরে তাই
এ প্রাণ রয়েছে বাকী।
আমি বলব তারে ভিক্ষা দাও
আমি বলব তারে—
শুধু শেষ দেখাটুকু ভিক্ষা দাও
আর কিছু আমি চাই না হে নাথ—
মোর মরণের আগে শেষ অনুরাগে
শুধু শেষ দেখাটুকু ভিক্ষা দাও!

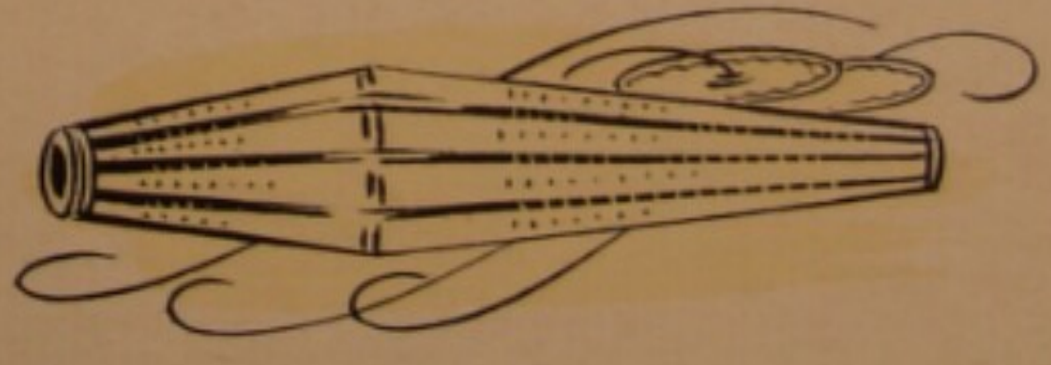

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

পথের পাঁচালী

পরিচালনা • সত্যজিৎ রায়

লিট্‌ল পিকচার্সের

অঙ্কুশ

পরিচালনা • তপন সিংহ

রূপায়ণে • মঞ্জু • অনুভা • অভি

রাণা এণ্ড দত্ত, ৫৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ইষ্টল্যাণ্ড প্রেস সার্ভিস, ২৯, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১